প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

এক্সপ্রেসিভ আর্ট

তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ
ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম সংস্করণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪	পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯
লেখক এ. এইচ.এম বশির উল্লাহ প্রফেসর সুমিতা নাহা মজুমদার পরিতোষ কুমার মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন মজুমদার পরিতোষ কুমার (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) নিরেশ চন্দ্র মুখার্জি (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) আহম্মেদ জাকি রায়হান (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫)	**লেখক** কৃষ্ণা রানী বসু মো: আব্দুল আল মামুন খান মাহবুব মোস্তফা
কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার এ. এইচ.এম বশির উল্লাহ	**কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার** -
বিশেষজ্ঞ পাঠক প্রফেসর সালেহ মতিন	**বিশেষজ্ঞ পাঠক** মো: রবিউল ইসলাম রতন কুমার সরকার
পরামর্শক রবার্ট জেফকট্	**পরামর্শক** -
সম্পাদক আমিরুল ইসলাম (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫)	**সম্পাদক** তাপস কুমার বিশ্বাস রতন কুমার সরকার
কারিগরি পরামর্শ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান প্রফেসর শামিম আহমেদ টিম লিডার ডিপিএড কার্যক্রম	**কারিগরি পরামর্শ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান** তাপস কুমার বিশ্বাস

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটি সুদীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিএড এর ৭টি বিষয়ের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য ১০টি নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি ডিপিএড সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২৯টি, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩৬টি, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৫০টি, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬০টি এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৬৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের পর ২০১৯ সালে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) থেকে ডিপিএড কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পিটিআই এর প্রয়োজনে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ডিপিএড কোর্সের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবছর পিটিআইসমূহ মনিটরিং করে। নেপ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত মনিটরিং প্রতিবেদন, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টগণের সুপারিশের আলোকে ২০১৫ সালে কোর্স সামগ্রী এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন

করা হয়েছে। এই কোর্সটির টিম লিডার এবং গ্রুপ লিডারগণ মনিটরিং রিপোর্টের তথ্য ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিপিএড সামগ্রীগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। সফলভাবে পরিমার্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, টিম লিডার প্রফেসর শামিম আহমেদসহ গ্রুপ লিডার, লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা (নেপ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সেপ্রেক্ষিতে আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ১০টি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী-তথ্যপুস্তক এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিমার্জন করে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে ডিপিএড এর বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সংস্করণের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ডিপিএড এর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আই.ই.আর কর্তৃক নির্বাচিত লেখকবৃন্দ, রিভিউয়ারগণ এবং ডিপিএড টিম যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এবং ডিপিএড কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. শারমীন হক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয়, কোর্ডিনেটর ও ডিপিএড টিম এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয় ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় এই পুস্তকগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত পুস্তকগুলো পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে কোসটির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ।

পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। স্ব স্ব বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তি কালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে এক্সপ্রেসিভ আর্ট বিষয়ে যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো-

চারু ও কারুকলা বিষয়ে ত্বাত্তিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য নতুন নতুন ছবি সংযোজন করা এবং সমৃদ্ধ তথ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে। মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সহ নতুন একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে।

সংগীত বিষয়ে শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগীত শিক্ষায় শিক্ষকের করণীয় বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে। স্বরের শ্রেণিবিন্যাস পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সংযোজিত হয়েছে। সংগীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাদ্য যন্ত্রের ছবি এবং সহায়ক পাঠ্যপুস্তকের নাম দেওয়া হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়দের পরিচিতি এবং কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তিগাথা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আঞ্চলিক খেলার গুরুত্ব প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের নিমিত্তে নতুন ছবি সংযোজন করা হয়েছে। নমুনা পাঠ পরিকল্পনা একটির পরিবর্তে দু'টি করা হয়েছে।

'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯'-এ যে সকল সংযোজন-বিয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইইআর-এর পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে,'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯' ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মালেক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

চারু ও কারুকলা

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় - এক

এক্সপ্রেসিভ আর্ট এবং শিশু বিকাশে এর গুরুত্ব
চারু ও কারুকলার পরিধি, প্রয়োজনীয়তা এবং পার্থক্য
চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক দিক
ছবি আঁকার উপকরণ
চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক

অধ্যায় - দুই

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে খেয়াল খুশিমত ছবি আঁকার গুরুত্ব ও শিখন শেখানোর কৌশল
পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকা
জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি, জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনার অঙ্কন
রং ও এর ভাবার্থ
ড্রইং, রেখাচিত্র, স্কেচ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জলরং ও পেস্টেল এ ছবি আঁক

অধ্যায় - তিন

রঙ্গিন ও সাদা কাগজ কেটে নকশা ও কাগজের মন্ড দিয়ে মডেল / সৃজনশীল শিল্পকর্ম তৈরি করা
মাটি ও পাট দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি
খেজুরপাতা, নারিকেল পাতা ও ডিমের খোসা দিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরি

অধ্যায় - চার

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা

চারুও কারুকলা বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

পাঠ পরিকল্পনা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সংগীত

ক্রম নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	সংগীত	
২	ছড়া গান: প্রিয় ফুল শাপলা ফুল	
৩	ছড়া গান: প্রজাপতি! প্রজাপতি!	
৪	ছড়া গান: আমরা সবাই রাজা	
৫	বিশ্বসংগীত: আমরা করব জয়	
৬	একুশে ফেব্রুয়ারির গান	
৭	জাতীয় সংগীত	
৮	দেশাত্মবোধক গান: ধন ধান্য পুষ্প ভরা	
৯	উদ্দীপনামূলক গান: চল্ চল্ চল্	
১০	হামদ: এই সুন্দর ফুল	
১১	লোক সংগীত: আল্লা মেঘ দে	
১২	শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত গান: নিজের হাতে কাজ কর	
১৩	প্রার্থনা সংগীত: আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে	
১৪	মুক্তিযুদ্ধের গান: রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি	
১৫	পাঠ পরিকল্পনা	
১৬	বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ছবি	
১৭	বিস্তৃত শিক্ষাক্রম	
১৮	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	

শারীরিক শিক্ষা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়ঃ সর্বাঙ্গীন বিকাশে শারীরিক শিক্ষা

- শারীরিক শিক্ষার পটভূমি, সংজ্ঞা
- শারীরিক শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ খেলাধুলার নিয়ম কানুন ও কৌশল

- প্রধান খেলা (মেজর গেমস্) – ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও হ্যান্ডবল
- স্বল্প পরিসর খেলা (মাইনর গেমস) – কাবাডি, দাড়িয়াবাঁধা, গোল্লাছুট
- এ্যাথলেটিকস – দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ
- সাঁতার – মুক্ত সাঁতার, চিৎ সাঁতার, বুক সাঁতার, প্রজাপতি সাঁতার
- মাইনর গেমস (মজার খেলা)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ খেলাধুলার সংগঠন

- খেলাধুলা পরিচালনা পদ্ধতি
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- প্রাত্যহিক সমাবেশ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ব্যায়াম ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

- মুক্তহস্ত ব্যায়াম
- বাঁশ বা বেতের সাহায্যে ব্যায়াম
- প্রাথমিক প্রতিবিধান

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্কাউট

- কাব-স্কাউটিং:- স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি
- ইউনিট লিডার
- ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (ব্যাজ পদ্ধতি) ও কাব প্রোগ্রাম (Progressive training)

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়দের পরিচিতি

- কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তিগাথা

সপ্তম অধ্যায়: পাঠ পরিকল্পনা, শিখনক্রম

- নমুনা পাঠ পরিকল্পনা
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি